যুগান্তর

তারিখ 07 DEC 2006
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

এমপিওর কোড নম্বর পরিবর্তন করে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

মাউশির শীর্ষ কর্মকর্তারা জড়িত

ইউসুফ আলী

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে এমপিও প্রদানের ক্ষেত্রে একটি চক্র নাম পরিবর্তন করে বিশাল অংকের আর্থিক অনিয়ম চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ চক্রটি এমপিওতে কোড নম্বর পরিবর্তন করে বেতন স্কেল বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবুল ফজল বেলালের নেতৃত্বে বেশক'জন সিস্টেম এনালিস্ট এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অভিযুক্ত বেলাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রভাবশালী কর্মকর্তার একই গ্রামের বলে নানা অনিয়ম করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট শাখার একজন সহকারী পরিচালক এ কাজে সহযোগিতা করছেন বলে শিক্ষা ভবন সূত্র জানায়। ১ জানুয়ারি থেকে চালু সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে (এসইএসডিপি) নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের নামে সিস্টেম এনালিস্টরা আর্থিক অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ৩১ ডিসেম্বর সেসিপ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। অথচ মাউশি'র এক শীর্ষ কর্মকর্তার আশীর্বাদে এ প্রকল্পের ১৪ জন কর্মকর্তা এখনও মাউশিতে বহাল রয়েছেন। এসব কর্মকর্তা বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিও প্রদানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সিস্টেম এনালিস্টের কাজ করছেন। অভিযোগ উঠেছে, এমপিও প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নামের তালিকা তৈরির সময় টাকার বিনিময়ে নাম পরিবর্তন করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা খসড়া তালিকা সিস্টেম এনালিস্টের কাছে চূড়ান্তভাবে তৈরির জন্য পাঠান। এরপর আর খতিয়ে দেখেন না। এভাবে অনেকেরই কোড পরিবর্তন করা হয়েছে— এমন প্রমাণ অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে।

এ সম্পর্কে মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা ভবন দুর্নীতিমুক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত করা হবে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।